রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২৬, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ২৬ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২২.১৪১—সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান গত ১৩ মে ২০২২ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

২। সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল। বাংলাদেশের এ পরম হিতৈষীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত রাজ পরিবার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/১৯ মে ২০২২ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ / ১৯ মে ২০২২

সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান গত ১৩ মে ২০২২ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান ১৯৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০০৪ সাল হতে প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি আবুধাবির শাসক হিসাবে দেশ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন আবুধাবির ষোড়শ শাসক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট। সংযুক্ত আরব আমিরাতে সাতটি আমিরাত রয়েছে এবং ১৯৭১ সালে এই আমিরাতসমূহ নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত গঠিত হওয়ার পর তাঁর পিতা শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। পিতা জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানের সাহচর্যে থেকে তিনি শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পিতার মৃত্যুর পরদিন থেকে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার উভয়ের পুনর্গঠনে নেতৃত্ব দেন। তাঁর শাসনামলে দেশটিতে উন্নয়নের নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। প্রেসিডেন্ট হিসাবে খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের প্রথম কৌশলগত পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতের নাগরিকদের সমৃদ্ধি ও তাদের জীবনমান উন্নয়ন। একইসঙ্গে তিনি এ অঞ্চলের ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই উন্নয়ন অর্জনের উপরও গুরুত্বারোপ করেছিলেন।

খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান একজন আধুনিক ও সংস্কারপন্থী প্রেসিডেন্ট হিসাবে কেন্দ্রীয় ও আবুধাবির জনগণের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। দেশের শিক্ষা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেন মহান এই শাসক। তাঁর শাসনামলে নির্মিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন 'বুর্জ খলিফা' প্রকৌশলগত দিক দিয়ে অন্যতম বিস্ময় সৃষ্টিকারী একটি স্থাপনা। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই দৃঢ় অবস্থানের নজির রেখেছেন।

বাংলাদেশের প্রতি খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান-এর ছিল গভীর মমত্ববোধ। তাঁর শাসনামলে দু'দেশের সম্পর্ক সুসংহত ও দৃঢ় হয়েছে এবং বহু বাংলাদেশি কর্মী সংযুক্ত আরব আমিরাতের দেশসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান-এর মৃত্যুতে গত ১৪ মে ২০২২ তারিখে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়। ঐ দিন সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। দেশের সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে স্ব-স্ব ধর্মানুযায়ী মহামান্য সুলতানের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশের রাষ্ট্র/সরকার প্রধান এবং উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল। মন্ত্রিসভা বাংলাদেশের এ পরম হিতৈষীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত রাজপরিবার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd